■ **প্রতিষ্ঠা** প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর পালিত হয় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস

বসিরহাটের মাটনিয়ায় প্রতিবন্ধীদের দেওয়া হল হুইলচেয়ার, সাইকেল

উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ

এখানে ওখানে

'এই সময়'-এর 'এখানে ওখানে' বিভাগের জন্য আপনার এলাকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের জানাতে ছবি-সহ ই-মেল করুন
ekhaneyokhaney@gmail.com-

যখন রহড়া মিশনের যাত্রা শুরু, তখন এলাকা ছিল জল-জঙ্গলে ভরা। ৭৫ বছর আগেকার কথা। রহড়া মিশনের সৃষ্টি থেকে বিস্তারের কাহিনি লিখছেন **দেবাশিস দাশগুপ্ত**

পায়ে পায়ে ৭৫

ছবি: প্রণব বিশ্বাস

রহড়া মিশন
আজ প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তার ঢেউ লেগেছে ভারতেও। পরিস্থিতি টালমাটাল। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন এক তরুণ সন্ন্যাসীকে রেঙ্গুনে পাঠালেন মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দায়িত্ব দিয়ে। সে সময় রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির পরিচালক ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। যুদ্ধে আহত বহু মানুষের সেবা-যত্ন করতেন কাঁথির সেই তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁকে বহু দিন বাক্সারেও দিন কাটাতে হয়েছে। ১৯৪২ সালে জাপানের হাতে রেঙ্গুনের পতনের পর ওই সন্ন্যাসী সেখানকার কয়েক হাজার শরণার্থীকে নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটেই আরাকান হয়ে ভারতে আসেন। দেশে তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর। মেদিনীপুরে বন্যা। অকুতোভয় সন্ন্যাসী ফের ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের আর্ত মানুষের সেবায়।

তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক। রেঙ্গুন থেকে আসা বাঙালি শরণার্থীদের জন্য কলকাতায় তৈরি হল রিলিফ সেন্টার। রামকৃষ্ণ মিশনকে তার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মিশন রেঙ্গুনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে বলে তরুণ সন্ন্যাসী পুণ্যানন্দ মহারাজকেই এই কাজের জন্য নির্ভরযোগ্য মনে করল। এ দিকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কারণে মৃতদের অনাথ পুত্রদের দেখভালের দায়িত্ব পুণ্যানন্দকে নিতে বললেন তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা জ্যাকারিয়া সাহেব। তরুণ সন্ন্যাসী বিষয়টি মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কানে তুললেন। মিলল সবুজ সঙ্কেত। আবার এক নতুন কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা স্বামী পুণ্যানন্দের।

এরও অনেক আগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের বড় ভক্ত ছিলেন কলকাতার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বই ছাপিয়ে বিক্রি করেন তাঁর নিজস্ব প্রেসে। সেই প্রেস ক্রমশ বড় হল। সেখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকল বসুমতী পত্রিকা। কলকাতার বউবাজারে উপেন্দ্রনাথ করলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সতীশচন্দ্র ব্যবসা ও সম্পত্তি আরও বাড়ালেন। কিন্তু পারিবারিক কিছু বিপর্যয়ের জন্য সতীশচন্দ্র একেবারে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেন। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের জন্য সতীশচন্দ্র তৈরি করলেন একটি ট্রাস্ট। আর খড়দহের রহড়া গ্রামের চারটি বাগানবাড়ি এবং বেশ কিছু টাকা তিনি দান করলেন মিশনকে। জমির পরিমাণ ছিল ১৩ বিঘা ১৫ কাঠা। ১৯৪৪ সালের মে মাসে সতীশচন্দ্র মারা গেলেন। পরে তাঁর স্ত্রী ইন্দুপ্রভা দেবী তিন লক্ষ টাকার সরকারি কাগজ এবং নগদ দশ হাজার টাকা দান করেন মিশনকে। ওই একই সময়ে মিশন আরও কিছু জমি পায় বিশিষ্টদের দান হিসেবে।

সেই জ্যাকারিয়া সাহেবের প্রস্তাব মতোই পুণ্যানন্দ মহারাজ কিছু অনাথকে নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেন। মঠ ও মিশনের অনুমতি সাপেক্ষে কলকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের দোতলায় ১৯৪৪ সালের ১৬ অগস্ট রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সংস্থার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ। আর রহড়ায় ৩৭ জন অনাথকে নিয়ে নতুন কর্মযজ্ঞের সূচনা হল ওই বছরেরই ১ সেপ্টেম্বর। তার পর থেকে প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বরই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠান তো হল। কিন্তু তার নাম কী হবে? স্বামী পুণ্যানন্দ চেয়েছিলেন, নাম হোক রামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রম। কিন্তু একেবারে প্রথম থেকে পুণ্যানন্দের সঙ্গী শিক্ষক বিধুভূষণ নন্দ অনাথ শব্দটি বাদ দিয়ে বালকাশ্রম রাখতে বলেন। দু'টি নামই যায় বেলুড় মঠের অনুমোদনের জন্য। মঠ বিধুবাবুর দেওয়া নামটিই চূড়ান্ত করে। সেই থেকে নাম হল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম। মঠ ও মিশনের আর কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম এরকম বালকাশ্রম নেই। এটাই রহড়া মিশনের বৈশিষ্ট্য।

১৯৪৪ সালে যখন রহড়া মিশনের যাত্রা শুরু, তখন রহড়া গ্রাম ছিল জল জঙ্গলে ভরা। বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধের পর মানুষ রাস্তায় বেরোতে ভয় পেতেন। স্বামীজি রোজ মিশন থেকে হেঁটে খড়দহ স্টেশনে আসতেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদহ হয়ে কলকাতায় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে মিশনের অনাথ শিশুদের জন্য দরবার করতেন। কোনও দিন টাকা জুটত, কোনও দিন কিছুই জুটত না। স্বামীজির আশায় পথ চেয়ে থাকত অসহায় শিশুগুলি। কারণ, তিনি টাকা আনলে খাওয়ার জুটবে, পড়ার জন্য কেরোসিন তেল জুটবে। রাস্তা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল বলে সহকর্মীরা কেউ কেউ সন্ধেয় খড়দহ স্টেশনে হ্যারিকেন নিয়ে অপেক্ষা করতেন স্বামীজির জন্য।

দেখতে দেখতে সেই রহড়া মিশনের বয়স হয়ে গেল ৭৫ বছর। সে দিনের সেই চারাগাছ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অনেক বড়ঝাপ্টা সামাল দিয়ে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন আজ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। (পরের রবিবার প্রকাশিত হবে দ্বিতীয় কিস্তি)

প্রাণপুরুষ স্বামী পুণ্যানন্দ

তিনি রামকৃষ্ণলোকে বিলীন হয়েছেন সেই কবে। ১৯৭১ সালের ২৪ নভেম্বর। অথচ এখনও রহড়া খড়দহের মানুষের স্মৃতিতে অমলিন সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী পুণ্যানন্দজি মহারাজ। রহড়া আজও তাঁর জন্য গর্ব অনুভব করে।

পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশের ঢাকার কাছে শিমুলিয়া গ্রামে ১৯০৪ সালের ১৫ জানুয়ারি জন্ম তাঁর। বাবা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মা বিধুমুখী। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলেজে পড়তে পড়তে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন সক্রিয় ভাবে। জেলও খাটেন। পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বুঝলেন, এই জীবন তাঁর জন্য নয়। বৈরাগ্য সাধনেই তাঁর মুক্তি। পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রিয়নাথ এলেন বেলুড় মঠে। সেখানে কথা হল মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে ভালোবেসে ফেললেন। স্থির করলেন, সন্ন্যাস জীবনই তিনি বেছে নেবেন। যেমন কথা, তেমন কাজ। ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলেন। নাম হল পরচৈতন্য। দীক্ষা নিলেন স্বামী শিবানন্দের কাছে। পরে হলেন স্বামী পুণ্যানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। কাঁথি থেকে তাঁকে পাঠানো হয় রেঙ্গুনে। সেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের সেবা করেন তিনি। রেঙ্গুন থেকে বাঙালি শরণার্থীদের নিয়ে তিনি হাঁটাপথে ভারতে আসেন। তার পর প্রতিষ্ঠা করেন রহড়া মিশনের। রহড়ায় স্বামী পুণ্যানন্দ শুধু মিশন নিয়েই মেতে থাকেননি। রহড়া খড়দহের মানুষের সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ।

প্রতিদিন বিকেলে তিনি এলাকায় ঘুরতে বেরতেন। পথচলতি মানুষ তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়তেন। অনেকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। চেনা-অচেনা কোনও বাছবিচার ছিল না। সকলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিতেন। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাকে কাজে লাগিয়ে মিশনের জন্য নানা সাহায্য পেতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন সবাই। মুখে সব সময় স্মিত হাসি লেগে থাকত। খড়দহের মানুষ তাঁকে স্বামীজি বলেই ডাকতেন। বিবেকানন্দ ছাড়া মিশনের আর কোনও মহারাজকে স্বামীজি বলা হত না। একমাত্র স্বামী পুণ্যানন্দ ছিলেন ব্যতিক্রম। কিছু দিন ক্যান্সারে ভুগে দেহ রাখেন ১৯৭১-এর ২৪ নভেম্বর। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা এলাকা।